ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫০

আগরতলা,৩ এপ্রিল,২০২৫

**প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ**

‘‘জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা ঘিরে রোগীর অভিযোগ বাড়ছেই’’ এই শিরোনামে আজ (৩ এপ্রিল ২০২৫) দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে।

এ প্রসঙ্গে জিবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানিয়েছে যে, জিবিপি হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ না থাকায় রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে যা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। জিবিপি হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা সব বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকলেও অন কলে হাসপাতালে ডেকে আনা হয়। অন কলে ডেকে আনার রুটিন থাকলেও সেই রুটিন একাংশ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মানছেন না বলে যা অভিযোগ করা হয়েছে তা ঠিক নয়। গত ১৮ মার্চ রাত ২ টায় সিধাই মোহনপুরের ৫৮ বছর বয়সী সুভাষ দাস জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৯ মার্চ দুপুর ১১ টায় মৃত্যুবরণ করেন। স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী সুভাষ দাসের মৃত্যুর পর শোকাহত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মেডিসিন বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সুভাষ দাসের চিকিৎসায় অবহেলা কিংবা গাফিলতি হয়েছে কিনা তার তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তের অধীন। এখনো তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়েনি। প্রকাশিত সংবাদে তদন্তের রিপোর্ট মেডিকেল সুপারের নিকট পেশ করা হয় বলে যা ব্যক্ত করা হয়েছে তা ঠিক নয়, কারণ এখনও পর্যন্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মেডিকেল সুপারের নিকট জমা পড়েনি। এ.জি.এম.সি অ্যান্ড জি.বি.পি হাসপাতালের মেডিসিন,স্ত্রী ও প্রসূতি,সার্জিক্যাল, অর্থো ইত্যাদি সমস্ত বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রুটিন ও রোস্টার অনুযায়ী পরিষেবা দিয়ে থাকেন। মেডিকেল সুপারের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আউটডোর এবং বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ইনডোরে নতুন ও পুরাতন রোগীদের দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা থাকেন। রাত ১০ টা ৩০ মিনিট থেকে প্রতিটি বিভাগে একজন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অন কলে থাকেন। এই নির্দেশিকা অনুসারে এ.জি.এম.সি অ্যান্ড জি.বি.পি হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসকরা যথেষ্ট দায়িত্ব ও আন্তরিকতার সাথে কাজ কারছেন। তারপরও যদি কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায় তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

*****